তিন দিন র‍্যাপিড টেস্ট বন্ধ, পরপর নতুন ওয়ার্ডে করোনা

অবুঝদের জন্যই বাড়ছে বিপদ

কৃষ্ণকুমার দাস

টানা তিনদিন র‍্যাপিড টেস্ট বন্ধ আছে, তবু কলকাতায় এক নাগাড়ে বেড়েই চলেছে নোভেল করোনা পজিটিভ রোগীর সংখ্যা। শনিবার পর্যন্ত ৭২ ঘণ্টায় যতজন নতুন রোগীর সন্ধান মিলেছে তার অর্ধেকের বেশি থাকেন খাস কলকাতাতেই। এদিন পর্যন্ত ১৮০ জনের বেশি করোনা সংক্রমিত হলেও ইতিমধ্যে একাংশ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। প্রতিটি রোগীকে নিয়ে পৃথক মাইক্রোপ্ল্যানিং করে নজরদারি চালাচ্ছে পুরসভা। আক্রান্তদের তালিকায় ঘিঞ্জি বস্তিবাসীরা বেশি থাকলেও একাধিক মেডিক্যাল কলেজ ও আইডি হাসপাতালের ডাক্তার এবং ইন্টার্নরা যেমন আছেন তেমনই বহুতলের বাসিন্দা শিল্পকর্তারাও রয়েছেন। স্বাস্থ্যভবনের শীর্ষ আধিকারিক শনিবার স্বীকার করেন, বেলগাছিয়া বস্তিতে শুরু হওয়া র‍্যাপিড টেস্ট যদি শহরে বিভিন্ন হটস্পটে চালিয়ে যাওয়া যেত তবে এতদিন শুধু কলকাতাতেই করোনা রোগীর সংখ্যা ২০০ পেরিয়ে যেত। উল্লেখ, প্রথমদিন বেলগাছিয়া বস্তিতে র‍্যাপিড টেস্টে ১৪ জনের পরীক্ষা করায় দু'জন করোনা রোগী চিহ্নিত করে কলকাতা পুরসভা। পরদিন রাজাবাজার, বড়বাজার, জোড়াসাঁকো, পঞ্চসায়র, ঢাকুরিয়া রেল কলোনি, মেটিয়াবুরুজের মতো ঘিঞ্জি পল্লিতে ১০টি টিমকে র‍্যাপিড টেস্টের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কিন্তু কেন্দ্রের পাঠানো করোনা কিট ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় দিল্লির নির্দেশে র‍্যাপিড টেস্ট বন্ধ হয়। দেশের সর্বাধিক জনঘনত্ব বিশিষ্ট কলকাতার করোনা পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে থাকলেও কিছু মানুষ 'অবুঝ' থাকায় বিপদ কাটছে না বলে এদিন স্বীকার করেছেন পুরমন্ত্রী ও মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

রাজ্যে যে সংখ্যক নতুন রোগীর সন্ধান মিলেছে বৃহস্পতিবার তার ৮০ শতাংশ ছিল কলকাতার। শুক্রবার ৫১ শতাংশ এবং শনিবার ২৮ শতাংশ। এদিন নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩৮। উত্তর ও মধ্য কলকাতার পাশাপাশি তিনদিনে দক্ষিণেও নতুন ওয়ার্ডে কোভিড-১৯ ভাইরাসের আক্রমণের শিকার হয়েছেন। বেলেঘাটা, কাঁকুড়গাছি, শ্যামবাজার, মানিকতলা, শ্যামপুকুর থেকে শুরু করে দক্ষিণে যোধপুর পার্ক, যাদবপুর, টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জের মতো একাধিক এলাকায় নতুন রোগী চিহ্নিত হয়েছে। যোধপুর পার্ক বাজারের কাছে রহিম ওস্তাগর বস্তিতে এক দোকানি পরিবারের মহিলা কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। এখন বাঙুরে ভর্তি ওই মহিলা নিজে দোকানে আসেন না, তা হলে কীভাবে সংক্রমিত হলেন, উদ্বিগ্ন পুরকর্তারা। তাই মেয়র পারিষদ রতন দে'র নেতৃত্বে এদিন যোধপুর পার্ক বাজার ও লাগোয়া এলাকা স্যানিটাইজ করে পুরসভা। যোধপুর পার্কের পাশাপাশি গড়িয়াহাট ও বাঁশদ্রোণী পুরবাজারও স্যানিটাইজ করেছে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। অবশ্য র‍্যাপিড টেস্ট বন্ধ থাকলেও পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সর্দি-জ্বর-কাশির রোগীর তালিকা তৈরি করায় নতুন করোনা সংক্রমিত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। বস্তিবাসীরা অসুস্থতার তথ্য গোপন করার চেষ্টা করলেও থার্মাল গান পরীক্ষায় ধরা পড়ে যাচ্ছে বলে দাবি করেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ।

চাঞ্চল্যকর তথ্য হল, করোনা সংক্রমিত এক প্রসূতির মৃত্যুর জেরে উত্তর কলকাতার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের হেলথ সেন্টার বন্ধ আছে। প্রসূতি ওই সেন্টারে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন। লাগোয়া পল্লিতে পুরসভার এক কর্মী কয়েক ঘণ্টার অসুস্থতায় মারা গিয়েছেন। পিপিই, গ্লাভস, মাস্ক দিলেও করোনার সংক্রমিত হওয়ার ভয়ে পুরসভার কিছু হেলথ সেন্টারে ডাক্তাররা আসছেন না। সেই ডাক্তারদের অবিলম্বে কাজে যোগ দিতে অনুরোধ করে নোটিস দেওয়া হয়েছে বলে এদিন মেয়র জানিয়েছেন। তবে এখনও কিছু মানুষ যে লকডাউন মানছেন না তা স্বীকার করে ফিরহাদ বলেন,"নিঃশ্বাসে যে বিষ থাকতে পারে তা এখনও কেউ কেই বুঝতে চাইছেন না। এই বিষ আটকাতে ঘরে থাকা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, নিয়ম না মানলে শহরে সংক্রমণ কমবে না।"